মুমিনদেরকে ক্বিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন

মুজাহিদ শাইখ আব্দুল্লাহ আর - রুশদ (রহঃ)

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমারা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য ও হেদায়েত চাই। এবং আমরা আমাদের নিজেদের ভিতরের খারাপ থেকে এবং আমাদের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যাকে আল্লাহ হেদায়েত দেন, কেউ তাকে বিপথে নিতে পারে না। আর যাকে তিনি বিপথে নিয়ে যান, কেউই তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অংশীদারহীনভাবে ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই; এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি আল্লাহর দাস এবং রাসূল। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার উপর, তার পরিবারের উপর ও তার সাহাবীগনের উপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার সকল অনুসারীদের উপর অসংখ্য রহমত বর্ষিত হোক।

এরপর আমি যা বলবো...

আমার মুসলমান ভাইদের প্রতি,
আমার মুওয়াহীদ (পরিপূর্ণ একত্ববাদে বিশ্বাসী) ভাইদের প্রতি, যারা সাক্ষী দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে যাকেই আল্লাহ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং তাওহীদ ও ঈমানের আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। তাদের প্রতি, যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং মানজাতির মধ্যে থেকে যাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন; যারা আল-মা'রুফ (বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ একত্ববাদ এবং আর সমস্ত কিছু যা ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে)- এর আদেশ দেয় এবং আল-মুনকার (বহুঈশ্বরবাদ, কুফরি, এবং আর সমস্ত যা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে)- এর নিষেধ করে। তাদের প্রতি , যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং সকল জাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যাদেরকে আমাদের নবী, নেতা, প্রিয়তম, আমাদের চোখের প্রশান্তি- মুহাম্মদ এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তার উপর ও তার পরিবারের উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত করুন, এবং কিয়ামত পর্যন্ত উনার সহযোগীদের এবং তাদের অনুসারীদের উপর রহমত বর্ষিত করুন। এবং কবি যথাযথই বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেনঃ

"এবং যা আমার অহংকার ও সম্মান এমন পরিপূর্ণ করেছে,তা এই যে আপনি আমাকে আপনার বাণী এর মধ্যে এইভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন-"ও আমার দাস।"এবং এই জন্যও যে আপনি আহমদ কে আমার নবী বানিয়েছেন"।
হে আল্লাহ! একমাত্র আপনই প্রশংসার প্রাপ্য, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। হে আল্লাহ! একমাত্র আপনই কৃতজ্ঞতা পাওয়ার

যোগ্য, আপনার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।হে আল্লাহ! শুরুতে আপনি যেভাবে আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে অনুগ্রহ দান করেছেন; তেমনিভাবে শেষও আপনার অনুগ্রহে আমাদের দিন দৃঢ়তা, জিহাদ এবং শাহাদাত; ইয়া! আরহামার রাহীমীন।

আমার মুসলমান ভাইয়েরা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উনার রহমতের বিশালতা এবং উনার রাজকীয় অনুগ্রহের কারণে, সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে আপনাকে বাছাই করেছেন, এবং তিনি আপনার উপর একটি বিরাট আমানত অর্পণ করেছেন- একটি আমানত যা বহন করতে আকাশমন্ডলী এবং যমীনও ভীত ছিল, যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

“আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হলো (আল্লাহর শাস্তির ভয়ে) কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সেতো অতিশয় জালিম, আতিশয় অজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযাবঃ৭২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাওহীদের আমানত বহন করার, এবং আমাদের রবকে এমনভাবে অনুধাবন করার- যা হবে একটি সত্যিকারের, এমন অনুধাবন যার উপর আমল করা হয় এবং যা হবে সুস্পষ্ট, এমন অনুধাবন যা নিছক মৌখিক দাবী বা সমর্থনের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসে এবং রূপান্তরিত হয় কাজে, কঠোর চেষ্টায় এবং আত্মত্যাগে। নিঃসন্দেহে মানবজাতির সর্বোত্তম জাতীর মাঝে এখনও একটি বিশাল অংশ আছে যারা এখন পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লল্লাহ'- এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে নি। এবং এটা উপলব্ধি করার জন্য এই বাণী, এই আমানত বহন করার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার জন্য এই প্রসিদ্ধ হাদীসটিই যথেষ্ট- তা হলো যে, মুসা (আঃ) বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন কিছুর শিক্ষা দিন যা দ্বারা আপনাকে স্মরণ করতে পারি ও ডাকতে পারি।”আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বললেন,

“হে মুসা! বল, 'লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহ'।”মুসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার সকল দাসই তো এটা বলে।”আল্লাহ, আহকামুল হাকিমীন, সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, তিনি যিনি সকল কিছু সম্পর্কে জানেন, অথচ আমারা কিছুই জানি না তিনি কি বললেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করলেন মুসা (আঃ) এর উপর,“হে মুসা! যদি সাত আসমান এবং এর মধ্যে আমি ব্যতীত আর যা কিছু আছে, এবং সাত জমিন, এই সব কিছু একটি পাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়; তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ' ওজন ওগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে।” [ইবনে হিববান(২৩২৩) এবং আল হাকিম (১/৫২৮) কর্তৃক বর্ণিত]

আল্লাহু আকবার!!!

কিন্তু হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! হে মুসলিমীন! হে মুওয়াহিদীন (প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী)! হে বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠগণ! যাদের আল্লাহ এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে সম্মানিত করেছেন। হয়ত এই রহমতপূর্ণ সাক্ষাতে আমরা এই কালেমার কিছু কিছু হক নিয়ে আলোচনা করতে পারবো যে হক আদায় করা আমাদের দায়িত্ব। এবং এই কালেমার জন্য আমদের প্রতিটি প্রিয় ও মূল্যবান বস্তুর কুরবানি করা আমাদের কর্তব্য, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে- সর্বত্র এর পতাকা স্বগর্বে উড়তে পরে যদিও মুশরিকরা এটি ঘৃনা করে; যদিও কাফিররা এটি ঘৃনা করে। এটি কোন সস্তা বিষয় নয়, যা আমার বক্তৃতা, যুক্তি আর সমর্থন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারি!

আসলে সবাই বক্তৃতা দিতে পারে, যুক্তি পেশ করতে পারে বা সমর্থন দিতে পারে। ঠিক যেভাবে সবাই নিজেকে লায়লার প্রিয় বলে দাবী করে। কিন্তু আল-আলিমুল হাকিম আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং শরিয়াত প্রদান করেছেন তিনিই আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। 'লা ইলাহা ইল্লল্লাহ'- এর ঝাণ্ডা হাতে নিলে কঠিন সময় আসবেই। যা এমনকি দৃঢ় এবং বিশাল পর্বতও ধারণ করতে পারেনি। কিন্তু মু'মিনগণ, যারা আল্লাহকে জানে, যারা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান, যারা 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ'- এর অর্থ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ এবং যারা নিঃসন্দেহে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই কোন কিছু এগিয়ে আনতে বা বিলম্ব করতে পারে

না। আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কেউই নেই যিনি দিতে পারেন বা ধারণ করতে পারেন, এবং আর কেউই নেই যিনি সম্মান দান করেন, আর কেউই নেই যিনি অপমানিত করতে পারেন, অতএব, এটাই বাস্তব যে, 'আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই।'

তিনিই একমাত্র যিনি কোন সুবিধা দান করতে পারেন; তিনিই একমাত্র যিনি কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেন। তিনিই হলেন একমাত্র যিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন, এবং যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। প্রতিদিন উনি কোন কিছু ঘটান, লাঞ্ছিতকে সম্মানিত করেন এবং সম্মানিতকে লাঞ্ছিত করেন, এবং এগিয়ে নিয়ে আসেন তাকে যে বিলম্বের স্বীকার এবং বিলম্বিত করেন তাকে যে এগিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তিনিই হলেন একমাত্র প্রতিপালক ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্বা। সর্বোচ্চে অবস্থানকারী আরশে সমাসীন। যখন গভীর রাতে কালো পাথরের উপর দিয়ে কালো পিপড়া হেঁটে যায়, তখন একমাত্র তিনিই জানেন। আর কেউ জানেনা- না আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের দোসররা, আর তাদের হাতের পুতুলরা যারা নিজেদের অবমাননা এবং অসফলতা ঘোষণা করেছে যে দিনটিতে তারা আল্লাহ মিত্রদের বহিষ্কার করে আল্লাহ আলোকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করেছিলো- আর শয়তান তাদের কাছে এটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল,

"স্মরণ কর, সুশোভিত করে দেখিয়েছিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী এবং বলেছিল,'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি তোমাদের পাশেই।" [সূরা আল-আনফালঃ৪৮]

আমরা যেন এখনও প্রতারণা আর মিথ্যা প্রচারণায় ভরা সেই Cold War এর যুগে অবস্থান করছি। সেই সব মূর্খদের অনুসরণ করছি, যারা আল্লাহ প্রদত্ত মহান কুরআনের বাণীসমূহের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এবং প্রকৃত পক্ষে ইবলিস (শয়তান) তাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারনাকে সত্য প্রমাণিত করেছে। কিন্তু যখন তরবারী উত্তোলিত হবে, যখন উভয় দল সাক্ষাৎ লাভ করবে, এবং সৈন্যরা একে অপরের সম্মুখীন হবে, যখন আর-রহমানের বিশেষ সৈন্যদল অবতরণ করবে, এবং আলোকের রক্ষীরা যাত্রা করবে, এবং আল্লাহ মিত্রদের হৃদয়ে ঈমানের আলোর বিচ্ছুরণ হবে-শয়তান এবং তার মিত্ররা পরাজিত এবং পরাভূত হবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত জিহাদ কেবল মুখের কথা, বা শব্দগুচ্ছ, বা একটা আহবান হিসেবেই থাকে যা ভানকারী ও মিথ্যাবাদীদের মুখে শোনা যায়-বস্তুতঃ অনেকেই মুখে দাবী করে, এবং সত্যকে বিকৃত করে।

অনেকেই বড় বড় কথা বলে, শেষ পর্যন্ত যখন বেরিয়ে আসার সময় হয়ে যায়, আপনি তাদেরকে দেখবেন শুধুই পালিয়ে যেতে। আল্লাহ বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যিনি সব জানেন এবং যিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী তাঁর দাসদের দুর্বলতা এবং তাদের শক্তি সম্বন্ধে যিনি অবগত। এবং শয়তানের ভীতিপ্রদর্শন, বা কুফফার আর অকৃতকার্য নেতাদের প্রচারণা তো শুধুমাত্র ফাঁপা বেলুনের মতো যা শুধু তাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করতে পারে যাদের চোখকে আল্লাহ আলোকিত করেননি, কিন্তু এটা সত্যের সম্মুখে টিকে থাকতে পাবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমরা প্রত্যাবর্তন করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বানীর প্রতি,'স্মরণ কর, সশোভিত করে দেখিয়েছিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী…।"

যুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে, সম্মুখীন হবার প্রাক্কালে, সমাপ্তির পুর্বেই সেই ফুরকান যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী, তার দ্বারা আল্লাহ পৃথক করে দিবেন, সত্য দ্বীন এবং এর সৈন্যদল থেকে ত্বাগুতদের এবং এদের সৈন্যসামন্ত ও দোসরদের।
"যারা ঈমান এনেছে তারাতো-আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কুফরী করেছে তারা ত্বাগুতের পথে যুদ্ধ করে।" [সূরা আন-নিসাঃ৭৬]

অর্থাৎ ত্বাগুতের পথে যে যুদ্ধ করে, সেই ত্বগুত যেই হোক না কেন কুরাইশের কোন ত্বাগুত হোক, বা ত্বাগুত ফিরাউন, বা ত্বাগুত হামান হোক অথবা ত্বাগুত আমেরিকা, বা অন্য যে কোন ত্বগুতই হোক- এদের সৈন্যবাহিনীতে যেই লড়াই করবে, সেই কুরআনের কথা অনুযায়ী সুস্পষ্ট কাফির,
"…এবং যারা কাফির, তারা ত্বগুতের যুদ্ধ করে।" [সূরা আন-নিসাঃ৭৬]

অতঃপর দেখুন, আল্লাহ কিভাবে তাঁর মিত্রদের পুনরায় নিরাপত্তা দিয়ে বলছেন যেন ত্বাগুতদের তারা কোন রকম পাত্তা না দেয়, এমনকি এদের ঘৃণ্য শক্তি আকাশসম প্রবল হলেও, এবং এদের সৈন্যসামন্ত ভূমি আর সাগর পরিপূর্ণ করে ফেললেও। নিশ্চিতভাবে ফলাফল সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র আল্লাহরই হাতে, এবং সমস্ত ক্ষমতার অধিকার একমাত্র আল্লাহ এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই সাম্যক অবগত। এভাবেই তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,
"সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে, শয়তানের কৌশল তো নিতান্তই দুর্বল।" [সূরা আন-নিসাঃ৭৬]

আল্লাহু আকবার!!!

শয়তান আগে যেমন দুর্বল ছিলো, এখনও তেমনই আছে। এবং শয়তানের পক্ষে শক্তি অর্জন করে পুনরায় জন্মগ্রহন করাও অসম্ভব হোক সেটা মানুষ শয়তান অথবা জ্বিন শয়তান। শক্তিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সমকক্ষ কেউই নেই। এবং সত্যের আলোর সামনে মিথ্যার কোনই শক্তি নেই। এবং একারণেই আপনি পবিত্র কুরআনে দেখতে পাবেন, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত আয়াত সমূহ যেগুলোর উপর কোন রকম সন্দেহ বা ভিন্নমত পোষন করার অবকাশ নেই- যেগুলো ত্বাগুত এবং তার দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে শুধু তাই নয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে জিহাদের আয়াত সমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যাতে বর্জনকারীরা এবং পরিত্যাজ্যরা, যারা তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং যাদের ঈমান রোগাক্রান্ত হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর বানিসমূহের ব্যাপারে এমন দাবী না করতে পারে যে, কুরআনের কিছু অর্থে অস্পষ্টতা রয়েছে।

"আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয়, এবং তাতে ক্বিতালেরও উল্লেখ থাকে..."
[সূরা মুহাম্মাদঃ২০]

আল্লাহ এখানে 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, বরং 'কিত্বাল' ব্যবহার করেছেন যাতে করে [যা আমরা এইমাত্র ব্যাখ্যা করলাম]- নির্বোধেরা বলতে না পারে যে 'জিহাদের তো বিভিন্ন অর্থ হতে পারে!! এবং এভাবে তারা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং আন্তরিক কিছু ভাইকে যারা এই পথের অন্বেষণ করেছেন তাদেরকে জিহাদ থেকে নিরুৎসাহিত করতে চায়। এবং কিছু অসৎ ইহুদী পুরোহিতও [আল্লাহ যেন তাদের যা প্রাপ্য (শাস্তি),তা তাদের দেন] তাদেরকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ এই সুযোগ রাখেননি, তিনি স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন এবং 'ক্বিতাল' শব্দটি (যুদ্ধ, যার মূল শব্দ 'ক্বাতি', অর্থাৎ- হত্যা কর) ব্যবহার করেছেন 'এবং তাতে ক্বিতালেরও উল্লেখ থাকে,' 'তখন আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে (মুনাফিকী)'

"তারা আপনার দিকে মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ মানুষের মত তাকাচ্ছে।"
[সূরা মুহাম্মাদঃ২০]

আল্লাহ ব্যতীত কেউই ইবাদতের যোগ্য না। আল্লাহ কতই না বিচক্ষন!? তিনি যিনি অস্বীকারকারীদের জন্য তাদের দাবিসমূহ ও প্রতারণাসমূহ পূরন করার জন্য কোন সুযোগই রাখেননি। অতঃপর তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্ট করেছেন যে সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার এই যুদ্ধ আসলে খুব সুদৃঢ় একটি খুটি। জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পৃথক করা, সত্যানুরাগী ও মিথ্যানুরাগীদের পৃথক করা ইত্যাদি একমাত্র চরম পরীক্ষা ও দুঃখ দুর্দশা ব্যতীত সম্ভব না। এটা ঐসব আত্মা-পরাজিত মূর্খ, যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণীর বিরোধিতাকারী, তাদের কথার সাথে মেলে না, যারা আজকাল নিজেদেরকে ইলম ও দাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করে, অথচ তারা মিথ্যা বলে এবং সত্য বিকৃত করে এবং পবিত্র কুরআনকে নিজেদের বুদ্ধির অনুযায়ী বাতিল গণ্য করে। কেবল তারাই দাবী করতে পারে যে, এই (তাওহীদের) পথে বাধাবিপত্তি আসবেই, এমন কোন কথা নেই।' এবং এটা হচ্ছে মিথ্যা দাবী এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ভাবিত চরম অসত্য!

আপনি কি শুনেননি বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত আয়াত সমূহে সুমহান আল্লাহর বানী, যেগুলো সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যরথবিহীন শব্দ সম্বলিত। প্রত্যাখ্যাত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার পর আমি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
"লোকেরা কি মনে করে…,"
[সুর আল-আনকাবুতঃ২]

প্রত্যেক মানুষ, এমনকি রাসূলগণ, আওলিয়াগন, ধর্মভীরুগণ, আলেমগণ, রুহ্বানগণ, জ্ঞানী বা অজ্ঞ, প্রত্যেকেই এই আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ আমাদের প্রতি ঘোষণা করেছে, মানবকূলের প্রত্যেকের সাথে যা সঙ্ঘটিত হবে।
"লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"
[সুর আল-আনকাবুতঃ২]

কিন্তু 'ফিতনা' (পরীক্ষা) কি, আমার প্রিয় ভাইয়েরা?

ফিতনা হলো আনন্দ ফুর্তি জীবনে ফিরে যাওয়া এবং চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়াকে ফাঁকি দেয়। আমাদের রব, সর্বজ্ঞানের অধিকারী, যিনি সব জানেন, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'ফিত্না' আসলে কি!

"আর আমি তো এদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছিলাম; অতএব আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মিথ্যবাদীদেরকেও (যদিও আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষায় পতিত করার পূর্বে সবকিছু জানেন) অতএব আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও আর যারা অসৎকর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমাকে এড়িয়ে যাবে (আমার শাসিস্ত্র থেকে পালিয়ে যাবে)? তাদের এরূপ সিদ্ধান্ত কত মন্দ! যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, এবং তিনি সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন।"
[সুর আল–আনকাবুতঃ৩-৫]

এখানে লক্ষ্য করুনঃ

"আর যে ব্যক্তি সাধনা করে (জিহাদ চালিয়ে যায়), সে তো নিজেরই জন্য সাধনা করে (জিহাদ চালিয়ে যায়)। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ (মানবজাতি, জ্বিন এবং আর সবকিছু) থেকে অমুখাপেক্ষী।"
[সুর আল–আনকাবুতঃ৬]

তাদের কেউ কেউ বলে যে এটা কেবল দাওয়াহ এবং দা'য়ীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এবং তারা বলে 'উম্মাহর বিরোধিতা করো না' যদিও সে নিজেই আছে মহান আল্লাহর বানীর বিরুদ্ধে!! এবং সে আছে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে এবং সে তার নিজের কথাকে রাসূল সাল্লল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথার আগে স্থান দেয়, অতঃপর সে তার কথাকে নানাভাবে বিকৃত করে, এবং এগুলোকে মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এগুলো কুরআন থেকে নেয়া, কিন্তু পকৃতপক্ষে এগুলো কুরআন থেকে নেয়া নয়,
"আর তাদের মধ্যে তো একদল লোক এমন আছে যারা নিজেদের জিহবা বাঁকা করে বলে, যাতে তোমরা মনে করো যে, তা কিতাবেরই অংশ অথচ তা কিতাবের অংশ নয়।"
[সূরা আল-ইমরানঃ৭৮]

আল্লাহ অভিসম্পাত তাদের উপর! কিভাবে তারা সত্যপথ অস্বীকার করেছে? এবং এ কারনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যে তারা যখনই কথা বলে, মিথ্যা বলে, এবং কিছু ঘটনা তাদের

মুখোশ উন্মোচন করে দেয়, বিশেষত যখন সম্মুখীন হবার সময় হয়, যখন প্রথম সারিতে এগিয়ে যাবার সময় হয়, এবং যখন সময় হয় যুদ্ধ করার,

"আর কতক লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।"
[সুর আল–আনকাবুতঃ১০]

তাদের মাঝে যাদেরকে কিছু দুঃখ ক্লেশে পতিত করা হয়েছে, তার পরিমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তা কখনোই সাহাবাগন, পর্বতসম তাওহীদের অধিকারী দ্বীনের সিংহপুরুষেরা , যা মোকাবেলা করেছিলেন তার এক দশমাংশের সমতুল্যও হবে না, এদেরকে কেবলমাত্র কারারুদ্ধই করা হয়, এবং এমনকি সেখানেও কখনও কখনও বলাসিতা ও আরামের অধিক্য থাকে এখানে আমি বিশেষ কয়েকজনের কথা বুঝাতে চাচ্ছি (যেমনঃ সাফার, সালামান এবং তাদের মতো অনেকে ইত্যাদি)। কিন্তু যারা জিহাদে স্বশরীরে অংশগ্রহণকারী, মিল্লাতে ইবারাহীম এবং তাওহীদের অনুসারী, প্রত্যেকই জানে তাদের উপর ত্বাগুত কতটা নির্মম। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় নয়। ঐ মুনাফিকদের মধ্য হতে যাদেরকেই কিছু ছোটখাটো দুঃখ দুর্দশা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে তারাই আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে গেছে।

"আর কতক লোক এমনও আছে যারা বলেঃ 'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি', কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়…।"

তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয় না, কেবল আল্লাহর পথে সামান্য নির্যাতিত করা হয়,
"তাখনই তারা মানুষের পক্ষ থেকে আপাতিত বিপদকে আল্লাহর আযাবের ন্যায় মনে করে…।"
[সুর আল–আনকাবুতঃ১৫]

এটাই হচ্ছে ঈমানের জন্য সত্য মাপকাঠি। অতঃপর তারা শুরু করে সত্য ব্যাখ্যাকে পরিবর্তন করা, মিথ্যা রচনা ও প্রতারণা, এবং সত্যকে একটু ঘুরিয়ে মিথ্যায় পরিণত করা। এবং এটা দুঃখজনক যে, কখনও তারা এমন কিছু মানুষের আক্রমণ করে যারা সত্যের প্রতি আন্তরিক, আল্লাহ আমাদেরকে এবং এইসব বিপথগামীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং এই পরিস্থিতি আজকের দিনে মোটেও বেমানান কিছু ন্যায়। কিছু মানুষের প্রকৃত এটাই যে, কখনও তারা খুব সহজেই একটা কথা মেনে নেয় এবং এটাই তাদের চরিত্র, তারা এতই সহজ-সরল যে সত্য ও মিথ্যা যাচাই করা ছাড়াই সব ধরনের উক্তিই তারা মেনে নেয়। পরবর্তীতে এদের অনেকেই ঐসব মুনাফিকদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা ওটাকেই সত্য মনে করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বোত্তম (সাহাবাদের) সম্বদ্ধে বলেছেনঃ
"আর তোমাদের মাঝে কেউ কেউ ওদের কথা শুনতো।"
[সূরা তাওবাঃ৪৭]

এবং একারণেই মুনাফিকেরা এবং তাদের নীচ জবানকে আল্লাহ প্রকাশ করে দেন যাতে করে তারা মুসলমানদের প্রতারিত করতে না পারে। আল্লাহ (সুমহান) বলেছেনঃ

"আর যদি তার কথা বলতে থাকে আপনি তাদের কথা শুনেন, যদিও তারা দেয়ালে ধেস লাগানো কাঠ সদৃশ। তারা প্রত্যেকটি শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু আপনি এদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ এদেরকে বিনাশ করুন! এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে যাচ্ছে?"
[সূরা আল-মুনফিকুনঃ৪]

এবং একারণেই প্রিয় ভাইয়েরা,

আল্লাহর কিতাব তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে সরাসরি নির্দিষ্ট পথ অনুসন্ধান করার চেয়ে আপনি যদি মানুষের কথার প্রতিই বেশী সন্তুষ্ট থেকেন, এমনকি যদিও এসমস্ত মানুষেরা সত্যের বিরোধিতা করে এবং এই দাবী করে যে তারই সত্যের

ব্যাপারে বেশী জ্ঞানী তাহলে আপনি খুবই বিপদজনক অবস্থায় আছেন। আপনি যেন এক খাড়া পাহাড়ের প্রান্তে দাড়িয়ে আছেন যেটা যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। আল্লাহ যেন এই বিভ্রান্তি এবং পথভ্রষ্টতা হতে আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন।

শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা, শুনুন! আমার ইসলামের ভাইয়েরা, আমার ভাইয়েরা যারা মহান আল্লাহর কালামকে শ্রদ্ধা করেন।

মহান আল্লাহর বানীর প্রতি মনোযোগ স্থাপন করুনঃ

"ও হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরুপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না। আর আপনি তাদের দেখবেন যাদের অন্তরে রুগ রয়েছে (মুনাফিকীর) তারা দৌড়ে ওদেরই মধ্যে প্রবেশ করে এই বলে যে, আমরা আশংকা করছি পাছে আমাদের উপর না কোন বিপদ আপতিত হয়। আচিরেই আল্লাহ বিজয় দেবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কিছু দেবেন যার ফলে তারা যা অন্তরে গোপন রখেছিল সেজন্য অনুতপ্ত হবে।"
[সূরা আল-মায়েদঃ৫১-৫২]

সম্ভবতঃ তিনি ঘটনা ঘটাবেন যা আপাতদৃষ্টিতে বিজয় বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর দাসদের মাঝে অসাধারন কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন।

"...অথবা তাঁর নিকট থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তাঁর অন্তরে যা গোপন রেখেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হবে।"
[সূরা আল-মায়েদঃ৫২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো জানিয়েছেন যে, যারা নিজেদের মু'মিন বা মুসলিম বলে দাবী করে তারা যদি (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টানদের সাহায্য করে এবং (কুফর) মৈত্রীর বন্ধনে অটল থেকে এটিকে এমনভাবে প্রকাশ করে যেন তাওহীদের বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় ও সীমালংঘন এবং শত্রুদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা জায়েয মনে হয়। থহলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনিও অবশ্যই তাঁর মিত্রদের পাঠাবেন, বিশেষ বাহিনী, গুরাবা (অনন্যসাধারণ) যাদের দ্বারা আল্লাহ এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন, এবং তিনি তাদের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপারে বিসস্তারিত কিছু বলেননি যাতে তারা বান্দাদের জন্য এটি কোন জটিল বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়, সুতরাং আল-আলিমুল হাকিম বলেন,
"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয় আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায় আনবেন...।"
[সূরা আল-মায়েদঃ৫৪]

তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

"...যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে; তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর...।"
[সূরা আল-মায়েদঃ৫৪]

এই ঐশী বানীর অর্থের দিকে লক্ষ্য করুন!
'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দ্বারা কি বোঝনো হয়েছে? এবং 'মুমিনদের প্রতি কোমল' আর 'কাফিরদের প্রতি কঠোরতা' বলতেই বা কি বোঝানো হয়েছে? এগুলোকি মুখের কথার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, কোন প্রমাণ বা প্রয়োগ ছাড়াই? শুধু ভণ্ডামী আর মিথ্যা দাবী করলেই হবে? না কক্ষনো নয়। নিশ্চয় এর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে প্রত্যক্ষ কাজ ও প্রয়োগ দ্বারা- যার মাধ্যমে সত্যবাদী মানুষকে মুনাফিক থেকে আলাদা করা যাবে।

“…তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে…”
[সূরা আল-মায়েদঃ৫৪]

সুতরং মুজাহিদ যখন জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আল্লাহর সিংহরা জেগে ওঠে তারা ঝেড়ে ফেলে লাঞ্চনা,ভয়, কাপুরুষতা ও অলসতার আবর্জনা- যখন তারা সত্যকে তার যথার্থ স্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য শোষণের বন্দিশালা থেকে হুংকার দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তুমি কি শুনতে পাও? নিশ্চয় অতীত এবং বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে কিছু মানুষ ছিল এবং আছে সেটা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসেই হোক আর এই উম্মতের অতীত ইতিহাসেই হোক, সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা এই গুটি কয়েক দুর্বল মানুষের চাইতে উঁচু স্থান দখল করে থাকে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃনা ছাড়া তাদের (গুরাবাদের) আর কিছুই নেই,

আল্লাহু আকবার!

এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট! সুতরাং সমাজে এমন মানুষ থাকবে যারা সুউচ্চ অফিসে, বড় বড় কমিটিতে থাকবে, যাদের ক্ষমতা ও জ্ঞান থাকবে, থাকবে প্রভাব, থাকবে বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা, উদ্যম, সৌন্দর্য এবং আরো নানা গুনের সমাহার। সুতরাং যখন এইসব মানুষ দেখবে ইবনে মাসুউদ, আম্মার অথবা সালমানের আল-ফারসীর এবং শুআইব রাদিআল্লাহু আনহুর মতো মানুষদের এবং এমনই আরো কিছু মানুষের মতো, এদের দেখে তাদের অন্তরের নিফাক্ক প্রকাশ করতে শুরু করবে, কারণ তারা তো মানুষের সামনে কুরআনের সমালোচনা করতে পারবেনা! কারণ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কিতাবকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন সুতরাং এইসব মানুষ মু'মিনদের আক্রমণ করে- কটুবাক্যের দ্বারা তারা ভাৎস্বর্ণা, সমালোচনা ও আপমান করে এবং বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ছড়ায়- ইতিহাসের এবং বর্তমানে এটাই ছিল অহংকারীদের অভ্যাস। আর একারণেই আল্লাহ মু'মিনদের একটি বিশেষ বাহিনীকে সম্মানিত করেছেন, যারা মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। আর যখন মুনাফিকরা আল্লাহর বন্ধুদের যুদ্ধের ময়দানে সামিল হতে এবং রণাঙ্গনের কাতারে এগিয়ে যেতে দেখে তখন তারা অন্তরে তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করে। তুমি তখন সমালোচনা শুনবে, নানা প্রকারের সমালোচনা, নানা কায়দায় এবং নানা রূপে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কিছু ইসলামী শব্দও এতে ব্যবহৃত হয়, এটিকে শরীয়ার ছদ্মবেশে, বিকৃত করা হয়- যা আল্লাহর ইজ্জতকে অপমান করার নামান্তর, যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেননা যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে তারা কি লুকিয়ে রেখেছে, অতএব তারা আল্লাহর বন্ধুদের অপবাদ ও সমালোচনা চালিয়ে যায়। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের উম্মতের বাহিনী, এই সমালোচনা, অপবাদ, চক্রান্ত, অপমান আর আঘাত…

হে আমার মুজাহিদ সিদ্দীক ভাইয়েরা! যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের নফসকে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছো, এগুলো কি তোমাদের কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারে? তোমাদেরকে কি দুর্বলতা পেয়ে বসবে? তোমাদের ওপর কি গাফিলতি চেপে বসবে, যাতে করে তোমরা এই নিন্দুকদের দিকে আকৃষ্ট হবে এসব সমালোচনা নিন্দা কি তোমাকে প্রভাবিত করবে, যদিও আল্লাহ তোমাকে এই পথের আলোকবর্তিকা দান করেছেন? আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আল্লাহর ভালোবাসা নিষ্ঠা থাকলে এসব তোমার ওপর কোনই প্রভাব ফেলবে না। কারন আল্লাহ তা'আলা তাঁর একটি আয়াতে বলেছেনঃ

“…এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না…।”
[সূরা আল-মায়েদঃ৫৪]

এই আয়াতের অর্থে অত্যন্ত ব্যাপক, এর মানে হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিনয়ী এবং দুর্বল বান্দার অন্তরে এটি দান করে থাকেন- যদিও জীবন এবং মানুষ- সকল সৃষ্টিই তার বিরোধিতা করে, তাদের মিডিয়া, পুতুল মুখপাত্র, সৈন্যদল- এরা সবাই যদি সমালোচনায় নিয়োজিত হয়; তারপরও আল্লাহর কাছে সম্মানিত সেই সিংহপুরুষ মুজাহিদ দৃঢ়তার সাথে এদের সামনে দাঁড়ায়। আল্লাহর শপথ, এটিও ঈমানের নিষ্ঠার ফসল, যা মুজাহিদের অন্তরে প্রকৃতভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে- (আর তাইতো) যতবারই জালেম হুংকার দেয় এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়ে তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তুমি কি আল্লাহর সেই আয়াত শোননি?

“এবং যখন বিশ্বাসীরা আল আহযাবদের দেখল, তারা বললঃ ‘এটাই তো সেই জিনিষ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেছেন; আর এতে(আল্লাহর প্রতি) তাদের ঈমান এবং আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।”
[সূরা আল-আহযাবঃ২২]

সুতরাং শত্রুদের দেয়া কষ্ঠ এবং অত্যাচার মু'মিনের জন্য ইয়াক্কিন (দৃঢ়বিশ্বাস), দৃঢ়তা, সাহস এবং প্রত্যয় ছাড়া কোন কিছুরই বৃদ্ধি করেনা। আর নিশ্চয় এসবের পড়ে সে আগের চেয়ে আরো উন্নত মু'মিনে পরিণত হয়, ঈমান, সবর, প্রত্যয় এবং দৃঢ়তার দিক দিয়ে এবং এই দুনিয়া ও এর আরাম আয়েশ ত্যাগ করার জন্য উৎসাহী হয়, এবং আল্লাহর কাছে যা সঞ্চিত রয়েছে তাঁর জ্যন আরো ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, জান্নাত, যার প্রস্থ দুনিয়া ও আসমানের চেয়ে বড়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জ্যন যারা আল্লাহর কাছে প্রিয়, আল্লাহ বিশাল রহমত এবং মহান ফজিলতের দ্বারা তোমাকে এবং আমাকে সেই জিনিষ দান করুন। এবং অন্য এক আয়াতে আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে কঠিন সময় মু'মিনদের দৃঢ়তা ও প্রত্যয় বৃদ্ধি করে।

“এদেরকে (মু'মিনদের) লোকে(মুনাফিকরা) বলেছিল, ‘নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোক (মুশরিকরা) জামায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর।”

বর্তমান যুগে তাদের দিকে তাকাও যারা বলে, ‘নিশ্চয়, আমেরিকার এবং তাদের মিত্রগন ইসলামী উম্মতের বুরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী জড়ো করেছে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরবে এবং ইরাকে এবং আরো অন্যান্য স্থানে জড়ো হয়েছে আমারা তাদের মোকাবিলা করতে পারবনা! তারা তোমাকে প্ররোচিত করবে যাতে তুমি তাদেরকে ভয় পাও!!’ তবে কখনো এই আধুনিক শয়তানের দল বলবে না, ‘তাদেরকে ভয় কর’ কিন্তু তারা বলবে, ‘শত্রুর প্রতি কোমল হও’।

তারা যে কতটা অধম তা বলে বোঝানো যাবেনা, এমনকি প্রথম যুগের মুনাফিকরাও এতটা কপট ছিলনা। এসব মানুষ বলবে না যে , ‘সুতরাং তাদের ভয় কর’ , কারণ এটি ইতিমধ্যে কোরআনে বলে দেয়া হয়েছে,

সুতরাং তারা এটিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে এবং বিভিন্নভাবে সেগুলো ব্যবহার করে। সুতরাং তারা বলে, ‘আমাদের প্রথমে শত্রুর আস্থা অর্জন করতে হবে!!’ অথবা বলে, “আমাদের যথেষ্ট লোকবল বা প্রস্তুতি (অস্ত্র) নেই, প্রশ্ন হলো জিহাদের প্রকৃত সময় ক্ষন- আসলে এখনো জিহাদের প্রকৃত সস্ময় হয়নি!!!”

সুতরাং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, ‘তাহলে জিহাদের প্রকৃত সময় কখন হবে?’, তারা বলবে, ‘আমি জানিনা! আমাদেরকে বলো কখন তোমারা সন্তুষ্ট হবে এবং আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দিবে!! তুমি দেখবে তাদের হাতে কোন উত্তর নেই, শুধুই মিথ্যা দাবী, এটা মুজাহিদদের ত্যাগ করার একটি পন্থা, তারা বলেনা যে, “তোমরা তাদের ভয় কর” বরং তারা এটিকে ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে। এই ঘৃন্য গাদ্দার যারা অন্তর থেকে হিদায়াতের আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, সে কি তালূতের ঘটনা, এবং তার সঙ্গীদের ঘটনা শোনেনি?

“অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বের হলো, সে বললঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয় আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত, এটি ছাড়া যে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও।অতঃপর আল্প সংখ্যক ব্যাতীত বাকিরা তা পান করল। সে এবং তার সঙ্গি ঈমানদারগণ যখন নদী অতিক্রম করল…।”
সূরা আল-বাকারাঃ২৪৯]

তাফসীরবিদগণ বলেছেন, তালূতের বাহিনীতে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সৈনিকের সংখ্যা ছিল, আল্লাহ যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করার পূর্বে প্রায় ৮০,০০০ এরপর আল্লাহর হিকমতে এবং ইচ্ছায়- জিহাদ ও সংগ্রামের পথে অনেক কষ্ঠ ও বিপত্তি আসে। এবং ভিতুরা যুদ্ধের ময়দানে যাবার পূর্বেই পালানোর সুযোগ পেয়ে যায় সুতরাং এইসব ছদ্মবেশী মিথ্যুকেরা ছোট্ট একটি পরীক্ষাতেই পিছু হেঁটে যায়। অতঃপর কেউ কেউ নদী অতিক্রম করে, কিন্তু ৮০,০০০ সৈন্য নদী পার হয়নি, মাত্র ৩১৪ জন পার হয়!!

লক্ষ্য করুন এটাই আল্লাহর সুন্নাহ, অতীতে এবং এখনো তারা নদী পার হবার পরও- তারা সবাই কি ইয়াক্বিন এবং প্রত্যয়ে একই সমান পর্যায়ে ছিলেন? এরপরও প্রকৃত মু'মিনদের মাঝে ভীতি রয়ে যায়, যারা তাদের দুনিয়াবী আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এসেছে, এবং নানা ব্যাখ্যা, অপবাদ, গালমন্দ আর অভিশাপ সহ্য করেছে এবং অবশেষে নদী পার হয়েছে, তারা পার হবার পরও অধিকাংশ সৈন্য হতবাক হয়েছে, যখন তারা স্বগুত জালূতের বাহিনী এবং ক্ষমতা লক্ষ্য করে,
"তারা বললঃ আজকে আমাদের কোন ক্ষমতা নেই…"- তাদের কথা স্মরণ কর এই যুগে যারা বলে, 'আমাদের কোন ক্ষমতা নেই, শক্তি নেই, আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না আমরা সংখ্যা ও শক্তিতে তাদের সমান হতে পারি…।

"তারা বললঃ জালূত ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নাই।"
সূরা আল-বাকারাঃ২৪৯]

কিন্তু এই নিষ্ঠাবান উম্মতের সবসময়ই এবং সবস্থানেই একটি ক্ষুদ্র দল ছিল যারা আল্লাহর দেয়া আশ্বাসে আবিচল আস্থাবান ছিলেন, আল্লাহর বানীতে তারা আরো সাহসী হয়, তারা রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

"কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বললঃ আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে…।"
পেশীশক্তির দ্বারা? ক্ষমতার দ্বারা? গোত্রের দ্বারা? সংখ্যার দ্বারা? বংশের দ্বারা? নাগরিকত্বের দ্বারা? নাকি তাওহীদের অনুসারী এবং শারীয়াহ শাসন করার মিথ্যা দাবী করার দারা? 'না'।
"…আল্লাহর হুকুমে…"

"আল্লাহ ধৈর্যশালীদের সাথে রয়েছেন।"
"আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে…আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"
সূরা আল-বাকারাঃ২৪৯]

শেষ ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করুনঃ

"তারা যখন যুদ্ধের জন্য জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো…।"
সূরা আল-বাকারাঃ২৫০]

এবং যথারীতি তারা সারীবদ্ধভাবে দাঁড়ীয়ে গেল,
"তারা যখন যুদ্ধের জন্য জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো…।"
সূরা আল-বাকারাঃ২৫০]

আর মু'মিনরা দেখলো যে সকল বিকল্প পথই বন্ধ হয়ে গেছে, দুনিয়াবী সরঞ্জামের তুলনা করাও সম্ভব নয়। সুতরাং যখন সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল- তারা কোথায় পালাবে? আল্লাহর কাছ থেকে পালাবার কোন পথ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়ও নেই। লক্ষ্য করুন তারা কি বললঃ

“…তারা দো’আ করলঃ হে আমার রব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন।”
সূরা আল-বাকারাঃ২৫০]

নিশ্চয় এটিই একমাত্র অস্ত্র – যার কাছে এই অস্ত্র থাকবে, তাকে কখনো ত্যাগ করা হবে না। অতঃপর কি হলো তাদের পরিণতি? দো’আর অব্যবহিত পরেই, যখন তারা সৃষ্ট সত্তর ব্যাপারে আশাহত হলো; পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে অল্পকিছু সংখ্যাক মু’মিন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তারা কিছুই করল না, শুধুমাত্র বিনীত ও একনিষ্ঠভাবে হাত তুলল, তাঁর দিকে যার হাতে রয়েছে এসব শক্তিশালী লাগাম, যার হাতে রয়েছে মানুষ এবং জ্বিনের মধ্যে সকল তাওয়াঘিতের গ্রীবা। সুতরাং তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাভূত করল; এবং দাউদ জালূতকে নিহত করে ফেললো, দেখো জিহাদের পরবর্তী সফল্যগুলো কেমন হয়! জিহাদ এবং ক্বিতাল ছাড়া কোন রাজ্য হবেনা, পাওয়া যাবেনা কোন সত্য জ্ঞান, হবেনা কোন পবিত্র ঐশী সত্যের প্রকাশ, হবেনা কোন মিথ্যার পরাজয়।

“…এবং দাউদ জালূতকে নিহত করে ফেললো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা দাউদকে রাজ্য এবং আল-হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করলেন।”
সূরা আল-বাকারাঃ২৫১]

কখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা দাউদকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলেন? জিহাদের আগে নাকি পরে? জিহাদের পূর্বে দাউদ (আঃ) কোন নবী ছিলেন না, না ছিলেন কোন বিদ্বান, না ছিলেন কোন রাজা। বরং তার হাতে হাত ঐ ত্বগুত জালূতের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার পরিই তিনি এসব পেয়েছেন। লক্ষ্য কর! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতের প্রতি।

“…এবং দাউদ জালূতকে নিহত করে ফেললো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা দাউদকে রাজ্য এবং আল-হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করলেন।”
সূরা আল-বাকারাঃ২৫১]

দাউদ জালূতের সঙ্গে দশ বছর, বা পাঁচ বছর বা এরকম কিছু সময়ের জন্য সংলাপ প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করেননি। দেখ আজকাল শয়তান কেমনভাবে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে – তারা এখন বলে, ‘তুমি একজন ইহুদী পুরোহিতকে হত্যা করে ফেলার চেয়ে এটাই ভাল হতো যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা তাকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করান।’ আর এটা হচ্ছে নবী (আঃ) কে অস্বীকার করার শামিল! এটা আল্লাহর নবী এবং সাহাবাগনের মর্যাদাহানি করার শামিল! দেখ কিভাবে তারা ভিবিন্ন ছদ্মবেশে মিথ্যাকে পরিবেশেন করে এবং দাবী করে যে এটাই সত্য। কিন্তু…

“…এবং দাউদ জালুতকে নিহত করে ফেললো এবং আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও আল হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করলেন, এবং তাঁকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন। আর যদি আল্লাহ এক দলকে ওপর দলের দ্বারা দমন না করেতেন।”
সূরা আল-বাকারাঃ২৫১]

এই ‘দমন’ – সংলাপের মাধ্যমে নয় এই আয়াতের প্রকৃত অর্থটাই হচ্ছে জিহাদ, আর সংলাপের মাধ্যমে তো এমনকি নূন্যতম সৃষ্টিকেও রক্ষা করা যায়না। কিন্তু নিঃসন্দেহে শরীয়াতে সংলাপেরও একটি যথাযথ স্থান আছে। কিন্তু এটা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রযোজ্য এবং এর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং রয়েছে এবং রয়েছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং শারীয়াত এর গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে বিসস্তারিত আলোচনা এখন (এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে) জরুরী নয়।

আসলে যখন শত্রুরা আক্রমণ করে, এবং যখন স্বেচ্ছাচারী শাসকেরা ক্ষমতা দখল করে, এবং যখন মুসলিমদের পবিত্রভূমিগুলো দখল হয়ে যায়, এবং যখন মুরতাদরা কুফর এবং শিরকের ঘোষণা দেয় হারামাইনের ভূমিতে, এবং যখন আল্লাহর মিত্রদের এবং তাওহীদরে উলামাদের কারাবন্দী এবং নির্যাতন করা হয়। এবং তাদেরকে এইসব নামধারী

“সংলাপ” অংশগ্রহণের সুযোগও দেয়া হয় না (এই মুরতাদরা আল্লাহর মিত্রদের সাথে আলোচনা করতে চায়না, তারা আলোচনায় বসে দখলদার কাফিদের সাথে) অতএব এখন সমাধান-তলোয়ার। সকল সম্মান, ক্ষমতা আর গৌরব তো শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু’মিনদের জন্য।

“এবং যদি আল্লাহ এক দলকে অপর দলের দ্বারা দমন না করতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হতো। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের (মানজাতির,জ্বিন এবং সকল সৃষ্টি) প্রতি অনুগ্রহশীল।”
সূরা আল-বাকারাঃ২৫১]

এবং

“আল্লাহ যদি মানজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতো সব উপাসনা স্থান…।”
[সূরা আল-হাজঃ৪০]

এই কর্মতৎপরতা, ধবংস, পূর্ণগঠন, এবং অট্টালিকা ও স্থাপনা চূর্ণবিচূর্ণ করা সম্বন্ধে বলতে হয়, আমরা যদি তাদের নির্মাণসমূহ গুরিয়ে না দেই এবং শরীয়াহ অনুযায়ী পূর্ণগঠন না করি তাহলে তারাই আমাদের মসজিদগুলো ধবংস করবে, যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছেঃ

“খৃষ্টানদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়- তা বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যা তাঁকে সাহায্য করেঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”
[সূরা আল-হাজঃ৪০]

রাশিয়া, আমেরিকা, ইহুদী, মুনাফিক চক্র এবং এদের তাবেদাররা বিশ্বব্যাপী কতগুলো মিনার, কতগুলো মসজিদ ধবংস করেছে? কতগুলো পবিত্রভুমি দখল করেছে? কতটা? কিভাবে? কেউ প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু তারপর যখন আল্লাহর বন্ধুরা (আমরা তাদের এমনটাই বিবেচনা করি) কুফর, জুলুম ও বিশ্বপ্রতিপালকের দ্বীনের বিরুদ্ধে ক্রুসেডকারীদের অসংখ্য ঘাটির মাঝে কেবলমাত্র দুটি টাওয়ার ধবংস করেছে – তখন ঐ অভিশপ্ত মানুষগুলো, ত্বাগুতের চামচা আর মুখপাত্ররা, ত্বাগুতের রক্ষকরা, যারা শরীয়ার ছদ্মবেশধারী শয়তান, তারাই তখন আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করলো। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত পতিত হোক! কি করে তারা সঠিক পথকে অস্বীকার করে!? এবং আল্লাহ চান যে তাঁর দ্বীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হোক, যদিও কাফিররা এটা ঘৃণা করে, এমনকি যদিও মুরতাদরা এটা ঘৃণা করে। এবং যদি এই দ্বীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করার পথ ফুলে ফুলে সজ্জিত থাকেতো তাহলে তো আর ঐসব ভণ্ডদের মিথ্যা দাবিগুলো উন্মোচিত হতো না, এবং ভানকারীরাও উদ্বিগ্ন হতো না, নিস্পাপ আর ঐসব ভণ্ডদের মিথ্যা দাবিগুলো উন্মোচিত হতো না, এবং ভানকারীরাও উদিগ্ন হতো না, নিস্পাপ আর অপরাধী সমান হয়ে যেতো, সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর সমান হয়ে যেতো। কিন্তু এই পথ আল্লাহ এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, যাদের ঈমানের দৃঢ়তা নেই তারা এই পথে চলতে ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু সবরকারী মু’মিনরা বিচলিত হবে না, কারণ আল্লাহর রহমত আছে তাদের উপর। তোমরা কি আল্লাহর আদেশ শোননিঃ

“অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর।”
[সূরা আর-রুমঃ৬০]

যদি এই পথে (ইসলাম) কষ্ঠ এবং প্রতিকূলতা না থাকতো, তাহলে আল্লাহ আদেশ করতেন না, “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর…।”
“অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য…।”
[সূরা আর-রুমঃ৬০]

এটা সত্য; যদিও এই সত্যের প্রকৃতি তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। ঠিক সেভাবে যখন মুসা(আঃ) সমুদ্রের নিকট পৌঁছেছিলেন, এবং তার পেছনে ছিল ত্বাগুত ফেরাউন, তার দোসররা এবং তার সেনাবাহিনী। মুসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁকে অভিযোগ করে বলেছিল, "আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।" [সূরা আল-শু'আরাঃ৬১]

ফেরাউন ঠিক আমাদের পশ্চাতেই রয়েছে আর সমুদ্র আমাদের সম্মুখে অবস্থিত। ঠিক সেরকম করেই আজকেও তারা বলবে, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!'

আমেরিকার আছে স্যাটেলাইট, অস্ত্রসস্ত্র, বিশাল বাহিনী, মিসাইল, অন্তঃমহাদেশীয় রিকেট 'কিভাবে আমরা এগুলোর সম্মুখীন হতে পারবো?!! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!'

এমনটা তাদের অনেকেই বলে থাকে; তারা আল্লাহকে যেভাবে অনুধাবন করা উচিত ঠিক সেভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু মুসা (আঃ) কি জানতেন যে আল্লাহ তার জন্য কি উপায় সৃষ্টি করবেন? না, বরং তাকে বলা হয়েছিল যে বিজয় খুবই সন্নিকটে, কিন্তু তিনি জানতেন না কিভাবে (এটা ঘটবে)। কিন্তু তিনি তার অনুসারীদের বললেনঃ

"মুসা (আঃ) বল্লেনঃ কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশন করবেন।"
[সূরা আল-শু'আরাঃ৬২]

তিনি একথা বলেননি, ' আমার সঙ্গে আছে বিশাল সেনাবাহিনী, আমার সাথে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তিবল...।' বরং তিনি বলেছিলেন,
"কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন।"
[সূরা আল-শু'আরাঃ৬২]

যার অর্থ হচ্ছে, তিনি আমাকে ঠিক সেইদিকে নির্দেশিত করবেন যা আমার করা উচিত। আমার কি করা উচিত। আমার কি করা উচিত শত্রুর সম্মুখীন হয়ে? আমারা এমনই এক উভয় সংকট পরিস্থিতিতে পড়েছি যা ভাষার বর্ণনাতীত। কিন্তু, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার রবের নিশ্চয়তা।

লক্ষ্য কর ইয়াকিনধারী ইমানদাররা কিভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। মুসা (আঃ) যখন কেবলমাত্র এই উক্তিটি করেছিলেন, সাথে সাথে আল্লাহর ওহী এসে পৌঁছে ছিল, যাতে করে মুসা (আঃ)- এর যুগে এবং তার পরবর্তী যুগসমূহে এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ একটা উদাহরণ রাখতে পারেন। আল্লাহ নিতান্তই তাকে আদেশ করেছিলেন তার লাঠি ব্যবহার করার জন্য, এর দ্বারা সমুদ্রকে কেবলমাত্র আঘাত করার জন্য! তাকে সাহায্য করা হয়নি কোন তলোয়ার দিয়ে, না কোন মিসাইল দিয়ে, না কোন গণবিধবংসী অস্ত্র বা অনুরূপ কিছু দিয়ে। যে কোন কিছু ব্যবহার করে, সব উপায়ে খুঁজেও যদি এমনকি শুধু একটি লাঠি পাওয়া যায়, তাহলে তাই দিয়েই চেষ্টা করতে হবে। এমন কোন কাল্পনিক উপায় নিয়ে ভেবনা যা অর্জন করতে তুমি সক্ষম নও, অতএব যা কিছু সহজলভ্য উপায় তোমার আছে উদ্দেশ্য সাধনে তাই প্রয়োগ করো। পেছনে পড়ে থেকো না, পাছে আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করেন। আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে আদেশ করেছিলেন সমুদ্র আঘাত করতে এবং তিনি তাই করেছিলেন ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটা পর্যন্ত। অতএব আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করলেন, একটি লাঠিকে আবলম্বন করে! আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। একমাত্র তিনিই পারেন প্রাণহীন জড়বস্তুকে বৃহৎ বিজয়ের উপায়ে পরিণত করতে, যা ইতিহাসে অমলিন হয়ে আছে, এবং যা দৃষ্টান্ত স্বরুপ হয়েছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধিসম্পন্ন। বদরের দিন, আমাদের পরমপ্রিয়, চিত্তপ্রশান্তকারী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম, তার জন্য আমার বাব-মা কুরবান হোক, একমুঠো বালি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, মুশরিকিনদের চেহারা লক্ষ্য করে, এবং তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করেছিল!! (তারা পালিয়ে গিয়েছিল) আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত এমন ব্যাপারে মানুষের মন এবং বুদ্ধিশক্তি হৃদয়ংগম করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ (সুমহান) বলেছেনঃ

“আর (হে নবী সাল্লল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তুমি (ধুলো) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মুলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি।”
[সূরা আল-আনফালঃ১৭]

এক অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি ঘটে সেখানে যা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন।

“আর (হে নবী) যখন তুমি (ধুলোবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মুলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।”
[সূরা আল-আনফালঃ১৭]

শোন, এমন কি এটা যদি একমুঠো বালিও হয় তাই নিয়েই এই কাজে যোগ দাও। এবং এ সমস্ত কাজ মুসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কৌতুকের ছলে করেন নি। বরং এটাই চূড়ান্ত নির্দেশনা, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের থেকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকেই হেদায়াত দেন। এবং তাকে এ সমস্ত গভীর তথাপি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট অর্থসমূহ বুঝতে সাহায্য করেন। এখন আবার আমরা আল্লাহর আদেশের প্রতি লক্ষ্য করি,

“অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য…।”
[সূরা আর-রুমঃ৬০]

এমনকি যদিও তোমাকে জানানো হয়নি যে তোমার কি করা উচিত।

“নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য…।”
[সূরা আর-রুমঃ৬০]

এবার একটি বিষয় লক্ষ্য করঃ

“…যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।”
[সূরা আর-রুমঃ৬০]

এটি ইয়াক্বিন সংক্রান্ত বিষয়। সুতরাং তারা যেন তোমাকে এমনভাবে নিরুৎসাহিত না করে যেন তুমি তাদের কথা শোন এবং বিশ্বাস করে ফেল। আথবা তোমার মাঝে এমন সন্দেহ, বিভ্রান্তি বা দ্বিধা জেগে ওঠে, যা তোমাকে পিছপা করে দেয়, ব্যর্থ, বা ধবংস করে দেয়; অথবা তুমি সামান্য হলেও ইতস্তত কর, তাহলে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের কথা আল্লাহ বলেছেঃ

“তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্থ।”
[সূরা তওবাঃ৪৫]

সুতরাং প্রিয় ভাই আরেকটি শিক্ষা গ্রহণ কর।

যখন মুসা (আঃ) ও তার বাহিনী ফিলিস্তিন আক্রমণ করেন। অনেক দুর্বল চিত্ত, হিনমন্য মানুষ তাতে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল। দুঃখজনক ভাবে, এসব মানুষ ইতিহাসের সকল যুগেই খুঁজে পাওয়া যায়।

“তারা বললঃ সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও।”
[সূরা আল-মায়েদাঃ২৪]

তারা বললঃ
“সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। তারা সেখানথেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা সেখানে প্রবেশ করব।”
“তাদের মধ্যে দুইজন মানুষ বলল…।”
[সূরা আল-মায়েদাঃ২২-২৩]

একটি বাহিনী যার মাঝে ছিল বহু সাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা দুজন বাদে কেউ কিছু বলেনি!!
“যারা আল্লাহকে ভয় করেছিল তাদের মধ্যে দুইজন যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তারা বলল’ তোমরা তাদের মোকাবেলায় সরাসরি দরজা দিয়ে প্রবেশ কর’।”
[সূরা আল-মায়েদাঃ২৩]

দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, এগিয়ে যাও, শুধু পা বাড়িয়ে হেঁটে যাও।
“প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে।”
[সূরা আল-মায়েদাঃ২৩]

তারা এ কথা বলেনি যে, যখন তোমরা আঘাত হানবে বা বর্শা ছুড়বে- যদিও এটি উপযুক্ত এবং যথার্থ বরং বিজয় আসে প্রথম পদক্ষেপের সাথে। শুধু দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, “…প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে।” [সূরা আল-মায়েদাঃ২৩]

তবে একটি শর্ত আছে তা হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও তাওয়াক্কুল।
“এবং তোমরা মুমিন হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।”
[সূরা আল-মায়েদাঃ২৩]

এ বিষয়ের আলোচনা আসলে অনেক দীর্ঘ আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত তিলে পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ অনুমতি দিলে, আমরা আলোচনার পর আলোচনা এবং অনেক বৈঠক করতে পারবো, আমরা আরও অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করবো। যা কিছু আমারা শুনলাম তা থেকে আমাদের আল্লাহ উপকৃত করুন এবং সকল উপকারী বিষয় আমাদের শিক্ষা দিন। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যাতে তিনি আমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন যারা কিছু বললে তা করে দেখায়। এবং আরো দু'আ করি যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করেনা যারা- যা বলে তা করে না। তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃনিতঃ

“হে মুমিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমারা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অপছন্দনীয়।”
[সূরা আস ছফঃ২-৩]

আর কোন সত্যবাদিতা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে? আর কোন মিথ্যাচারিতা আল্লাহর ঘৃণা অর্জন করে? আল্লাহ কি বলেছেন?

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো”
[সূরা আস ছফঃ৪]

সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনকারী সত্যবাদিতা হলোঃ সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করা, এর অন্যথা হলে পরিনামও হবে বিপরীত। সুতরাং

আমারা আল্লাহর কাছে দো'আ করি,তিনি যেন আমাদের এই পথে (জিহাদের পথে) রাখেন।
আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি যাতে তিনি আমাদের ইয়াক্বীন ও সবরের অধিকারী করেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি, তাকে ছাড়া ইবাদতে যোগ্য আর কেউ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালন করেন এবং নিরাপত্তা দান করেন, আমি তাঁর পবিত্র নাম ও গুনাবলির দ্বারা তাকে ডাকছি, তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান- তিনি যেন আমাদেরকে তুলে না নেন, আমাদের অন্তরকে শত্রুমুক্ত না করে, বুশের বাহিনী, ইয়াহুদি, খৃষ্টান, মুনাফিক, এবং পুতুলসম তাওয়াঘিত এবং তাদের বাহিনী থেকে এবং সকল অত্যাচারীর কবল থেকে যারা মু'মিনদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়।

ইয়া আল্লাহ! তাদের থেকে আমাদের অন্তরকে মুক্ত না করে আমাদের মৃত্যু দিও না।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের দুর্বলতাকে- শক্তি হিসাবে তাদের সামনে তুলে ধর।

ইয়া আল্লাহ! তাদের শক্তিকে তাদের কাছে দুর্বলতা হিসেবে তুলে ধর, ইয়া আল আজীজ আল ক্বাদির।

ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে নির্ভর করি- তাদের চক্রান্ত তো অত্যন্ত দুর্বল। এবং তোমার পরিকল্পনা শক্তিশালী, তারাও কৌশল করে এবং তুমিও কৌশল কর। আর তোমার কৌশল কতই না শক্তিশালী, ইয়া রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

ইয়া আল্লাহ! তাগুতের কারাগার থেকে আমাদের ভাইদের মুক্ত করুন।

ইয়া আল্লাহ! তাগুতের কারাগার থেকে আমাদের আলেমদের মুক্ত করুন।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তরসমূহকে তাগুতের প্রভাবমুক্ত করুন।

ইয়া আল্লাহ! আমরা জানি যে, তারা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে বা পিছাতে পারেনা।

ইয়া আল্লাহ! সম্মান ও মর্যাদার মালিক! আপনি আমাদের নির্যাতিত শাইখ ওয়ালিদ আস সিনানীর অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হয়ে আন।

ইয়া আল্লাহ! যে তাকে নির্যাতন করবে তার বিরুদ্ধে আপনি প্রতিশোধ নিন।

ইয়া আল্লাহ! যারাই তাকে নির্যাতন করে আপনি তাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করুন।

ইয়া আল্লাহ! রুয়াই এবং হাইয়ারে বন্দী আমাদের বোনদেরকে রক্ষা করুন।

ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাব্বুসা সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ, তাদের রক্ষা করুন।

ইয়া আল্লাহ! তাদের ইজ্জতকে হিফাজত করুন।

ইয়া আল্লাহ! তাদের সুস্থতাকে হিফাজত করুন।

ইয়া আল্লাহ! তাদের দ্বীনকে হিফাজত করুন।

ইয়া আল্লাহ! হে ইজ্জত ও সম্মানের মালিক, তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

ইয়া আল্লাহ! যে কেউ ইসলামকে শাহায্য করেছে তাকেই বিজয় দান করুন।

ইয়া আল্লাহ! যে কেউ ইসলামকে শাহায্য করেছে তাকেই বিজয় দান করুন।

ইয়া আল্লাহ! যে ইসলাম ত্যাগ করে আপনি তাকে ত্যাগ করুন।

অতঃপর প্রিয় ভাইয়েরা আমার বিদায়; আমি আপানদের কল্যাণ চাই, ইনশাআল্লাহ; দীর্ঘ আলোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৃঢ়পদ রাখুন।

ইয়া আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রক, আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দ্বীনের উপর কায়েম রাখুন।

আমার কাছে অনেক প্রশ্ন এসেছে; আপনারা অনুমতি দিলে আমি সংক্ষেপে সেগুলোর উত্তর দিতে চাই।

প্রশ্ন হলোঃ "অনেকে বলে জিহাদকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করাই আজকের মাসআলা নয়ঃ বরং আজকের মাসআলা হলো জিহাদকে বিলম্ব করা, উম্মাহকে প্রস্তুত করা এবং এর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাঝে। এবং এই মাসআলা কি সঠিক?

উত্তর হলঃ সত্যি বলতে কি, এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি বোঝার জন্য সচেতন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আর আমারা যদি এখন এটি আলোচনা করতে যাই, তবে তা খুব দীর্ঘ হবে, এবং উপস্থিত ভাইদের জন্য এটি কষ্টকর হবে। সতরাং এই বৈঠকে ইনশা আল্লাহ অন্য একদিন করা হবে। আমরা তখন এই বিভ্রান্তিগুলো খণ্ডন করতে পারি, যা আমাদের অনেক প্রিয় ভাইকে আকর্ষণ করে- এবং আল্লাহর কাছে এগুলোর মোটেও শক্তিশালী নয়।

প্রশ্নঃ আমাকে তদন্তকারীরা খুঁজে বেড়াচ্ছে কারণ আমি আফগানিস্তানে জিহাদ করতে গিয়েছিলাম। এবং আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের থেকে পালাতে সক্ষম হই। আমার প্রশ্ন হলোঃ "নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করা কি আমার জন্য জায়েয ? এবং তদন্তকারীদের সাথে সশস্ত্র মোকাবিলা করার ব্যাপারে হুকুম কি?"

উত্তরঃ সত্যি বলতে কি, প্রশ্নটি এই সময়ে এবং এই স্থানে একেবারেই যথার্থ? এবং এ ব্যাপারে আলোচনা জরুরী, আমি প্রশ্নকারী, আমার প্রিয় ভাইকে বলব, সেই সাথে যারা এই আলোচনার শুনেছেন বা দেখছেন এবং যাদের কাছে এই আলোচনা পৌছবে তাদের সকলকে সংক্ষেপে বলব- এ ব্যাপারে একটি ছোট্ট গ্রন্থ রয়েছে, যা ছোট হলেও খুবই চমৎকার- এই পথেরই (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) একজন আলেমের রচনা, যিনি এই পথের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব নাম- "আল মানিইয়্যা ওয়া লা আদ দানিইয়্যাহ" (লাঞ্ছত জীবনযাপন করার চেয়ে বরং আমি মৃত্যুকেই বেছে নেব)। আমাদের বিবেচনায় এই বইটিতে উক্তি বিষয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা এবং দিক নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এ ব্যাপারে একটি মূল নীতি রয়েছে, আর তা হলো- 'আপনার তাদের থেকে পালানো উচিত' ঠিক যেভাবে আমাদের পূর্বসূরিরা করেছেন, তাদের মধ্যে শীর্ষে আছেন মুসা আলাইহিস সালাম, শুধু তিনিই নন। এমনকি মুহাম্মাদ দল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, তিনিও এই তালিকায় আছেন। যখন কাফিররা তাকে হত্যা করতে চাইলো, বন্দী করে তার বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইলো, তখন তাকে গোপনে মক্কা ত্যাগের আদেশ দেয়া হলো, একই ধারায় সালাফ এবং খালাফদের ঘটনাবলী।
এবং বর্তমান সময়ের আলেমগণ, যেমন শাইখ আলি(আল খুদাইর), শাইখ নাসির (আল ফাহাদ) এবং শাইখ আহমাদ (আল খালিদ) এবং আরব জাজিরায় ইসলামী জিহাদের শহীদ, আমাদের শাইখ এবং মুজাহিদদের শাইখ, আল্লাহ তাঁর অশেষ রহমতের দ্বারা তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ বাসস্থান দান করুন, এবং আমাদেরকে তাঁর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহনের তৌফিক দ্বীন- সেই শাইখ হলেন, শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরী (রহ.), আল্লাহ তাকে এবং আমাদের সকলকে নুরের টিলার ওপর একত্রিত করুন। আর তদন্তকারীদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, এটা জায়েয নাজায়েজের ব্যাপার নয়,

বরং ফরয আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, প্রিয় ভাই, এটি আপনার ওপর আবশ্যক, বাধ্যবাধকতা। আর যদি প্রশ্ন করেন, "আমরা কিভাবে তাদের হত্যা করব?", "দলিল কি?", "কখন তাদের হত্যা করব?"- তবে এসব উত্তর আল্লাহর ইচ্ছায়, আপনি পূর্বে উল্লেখিত উত্তম গ্রন্থসমূহের মাঝে পাবেন, "আল মানিইয়্যা ওয়া লা আদ দানিইয়্যাহ" (লাঞ্চিত জীবনযাপন করার চেয়ে বরং আমি মৃত্যুকেই বেছে নেব) এবং এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো বৈঠক হবে, ইনশাআল্লাহ। সেটা হতে পারে এই দেশে বা অন্য কোন দেশে, 'ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিয়েছি যে, এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের এবং আপানদের সকলকে হিফাজত করেন, সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডানে এবং বাম দিক থেকে আমাদের হিফাজত করেন। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আভ্যন্তরীন গাদ্দারী থেকে।

ইয়া আল্লাহ! আমারা তোমার কাছে গ্রেফতার ও পরাজিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের হিফাজত করুন।

ইয়া আল্লাহ! আপনার চোখ দ্বারা আমাদের পাহারা দ্বীন যা কখনো ঘুমায় না।

ইয়া হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম! সকল সৃষ্টির প্রতিপালক ও হফাজতকারী, আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কিছুই নেই।

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।"

আমি আল্লাহর কৃপার আশ্রয়ে আপনাদের বিদায় জানাচ্ছি, যার কখনো নিঃশেষ হয় না।

ইয়া আল্লাহ! সালাত ও সালাম পাঠান মুহাম্মদ ও তার পরিবারের উপর, যেভাবে আপনি সালাত ও সালাম পাঠিয়েছেন ইব্রাহীম ও তার পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসাযোগ্য এবং মহমান্বিত। এবং রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারের উপর। যেভাবে আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম এবং তার পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসাযোগ্য এবং মহমান্বিত।

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আমার এবং আপনাদের সকল পাপের জন্য। এবং অন্য সকল মুসলিমদের এবং মুজাহিদদের পাপের জন্য। এবং দরূদ ও সালাম নবী মুহাম্মদের উপর।

শাইখের বয়ান টি ডাউলোড করুনঃ https://bit.ly/2GjdCnl